গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-১৩
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.moedu.gov.bd

নথি নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০০১.০০১.২০১৫.৪২৭ তারিখ: ০৪/০৯/২০১৬ খ্রি:

বিষয়ঃ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারির বেতন-ভাতার সরকারি অংশ স্থগিত, কর্তন, বাতিল ও ছাড়করণ সংক্রান্ত পুন: বিবেচনা কমিটির ১৭/০৮/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত/সুপারিশ বাস্তবায়ন ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ১৭/০৮/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারিদের বেতন-ভাতার সরকারি অংশ স্থগিত, কর্তন, বাতিল ও ছাড়করণ সংক্রান্ত পুন: বিবেচনা কমিটির সভার সুপারিশসমূহ মাননীয় মন্ত্রী সদয় অনুমোদন করেছেন ।

০২। এমতাবস্থায়, পুন: বিবেচনা কমিটির সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত সুপারিশমালাটি নির্দেশক্রমে এসঙ্গে প্রেরণ করা হলো ।

সংযুক্তি: আপিল কমিটির সুপারিশমালা ০৫ (পাঁচ) ফর্দ ।

৪.৯.১৬
(নুসরাত জাবীন বানু)
উপসচিব
ফোন : ৯৫৪০৫১৭

১। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা ।
২। সিনিয়র সিস্টেম্স এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ) ।

সদয় অবগতির জন্য :-

১। মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, অতিরিক্ত সচিব (মাধ্য:), যুগ্ম-সচিব (মাধ্য-২) এর শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-১৩
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয় ঃ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ) এর শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতার সরকারি অংশ স্থগিত, কর্তন, বাতিল ও ছাড়করণের নিমিত্ত ১৭/০৮/২০১৬ তারিখ অনুষ্ঠেয় পুনর্বিবেচনা কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

সময় ঃ সকাল ১১.০০ টা ।

স্থান ঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ।

ক্র: নং	আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা/পত্র প্রাপ্তির সূত্র	বিবেচ্য বিষয়	সুপারিশকারী কর্তৃপক্ষ ও সূত্র	আলেচনা/সিদ্ধান্ত/সুপারিশ
১	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা। সূত্রঃ স্মারক নং- ৪জি-৩৫৮১-ম/২০১৩/৩৭৬৬, তারিখ: ২২/০৫/২০১৬ খ্রি.	কুমিল্লা জেলার বরুড়া উপজেলাধীন শাকপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক জনাব মো: আনোয়ার উল্যাহ মজুমদার (ইনডেক্স নং-১১৯৪০২) বিধিবহির্ভূতভাবে টাইম স্কেল পরবর্তী বি.এড স্কেল বেতন কোড ১০ এর পরিবর্তে বেতন কোড ০৯ গ্রহণ করে অতিরিক্ত বেতন ভাতাদি উত্তোলন (তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায়) করায় তাকে বেতন কোড ১০এর পরিবর্তে বেতন কোড ০৯ এ গৃহীত উত্তোলিত সমুদয় অর্থ সরকারি কোষাগারে জমাদান পূর্বক চালানের মূলকপি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে জমাদানের জন্য পত্র পেরণ করা হয়। বেতন ভাতাদি সেপ্টেম্বর ২০০৫ থেকে Stop Payment হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিধিবহির্ভুতভাবে বেতন কোড ০৯ এ গৃহীত অতিরিক্ত বেতন ভাতা বাবদ ২,৯০,৮২২/- (দুই লক্ষ নব্বই হাজার আটশত বাইশ) টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে চালানের মূলকপি প্রেরণ করেছেন । মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বর্ণিত শিক্ষকের স্থগিত বেতন ভাতা ছাড়করণ/প্রত্যাহারের স্বব্যাখ্যাত আবেদনটি পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করেছে।	মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর।	কুমিল্লা জেলার বরুড়া উপজেলাধীন শাকপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক জনাব মো: আনোয়ার উল্যাহ মজুমদার (ইনডেক্স নং-১১৯৪০২) কর্তৃক বিধিবহির্ভূতভাবে বেতন কোড ১০ এর পরিবর্তে বেতন কোড ০৯ এ গৃহীত উত্তোলিত সমুদয় অর্থ সরকারি কোষাগারে জমাদান করায় বকেয়া ব্যতীত ১০ কোডে বেতন ভাতা ছাড়ের জন্য কমিটি সুপারিশ করে।
২	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা। মাউশি স্মারক নং-৪জি-১৪৮৩-ম/১১/৩৮৬৯, তারিখ: ৩১/০৫/২০১৬	শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলাধীন বারুয়াজানী হাসান উচ্চ বিদ্যালয় এর প্রধান শিক্ষক তাঁর প্রতিষ্ঠানের সহকারি শিক্ষক (কৃষি) জনাব মো: সফির উদ্দিন (ইনডেক্স নং ৪৭১৪৩৫) এর নাম কর্তনের জন্য জেলা শিক্ষা অফিসার, শেরপুর এর ফরোয়ার্ডিং এর মাধ্যমে প্রেরণ করেন। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা বোর্ডের ১২/০১/২০১৫ তারিখের আপিল এন্ড আরবিট্রেশন কমিটিতে ম্যানেজিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুমোদন করে। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের সহকারি শিক্ষক (কৃষি) জনাব মো: সফির উদ্দিন (ইনডেক্সনং-৪৭১৪৩৫)এর চাকুরি বাতিল করা হয়। শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলাধীন বারুয়াজানী হাসান উচ্চ বিদ্যালয় এর প্রধান শিক্ষক তাঁর প্রতিষ্ঠানের	মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর।	শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলাধীন বারুয়াজানী হাসান উচ্চ বিদ্যালয় সহকারি শিক্ষক (কৃষি) জনাব মো: সফির উদ্দিন (ইনডেক্স নং ৪৭১৪৩৫) এর চাকুরি বাতিল করার বিষয়ে ম্যানেজিং কমিটির সিদ্ধান্ত মাধ্যমিক ও

Apple

		সহকারি শিক্ষক (কৃষি) জনাব মো: সফির উদ্দিন (ইনডেক্স নং ৪৭১৪৩৫) এর নাম এম.পি.ও. শীট হতে চূড়ান্তভাবে কর্তনের জন্য অধিদপ্তরের সুপারিশসহ প্রেরণ করেছে।		উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা বোর্ডের ১২/০১/২০১৫ তারিখের আপিল এন্ড আরবিট্রেশন কমিটি অনুমোদন করায় তার নাম এম.পি.ও হতে কর্তনের জন্য কমিটি সুপারিশ করে।
৩	জনাব মুহাঃ আফজাল হুসাইন অধ্যক্ষ চর সোনাকুড় আলিম মাদ্‌রাসা উপজেলা: কচুয়া, জেলা: বাগেরহাট।	বাগেরহাট জেলার কচুয়া উপজেলাধীন চর সোনাকুড় আলিম মাদ্‌রাসায় ইফতেদায়ী জুনিয়র শিক্ষকের পদটি ১২/০৪/২০১০ তারিখ শূন্য হয়। স্ট্যান্ডিং প্যাটার্নুযায়ী দাখিল কারী পদে কর্মরত শিক্ষক উদ্বৃত্ত ও অতিরিক্ত। তার দ্বারা ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর ইংরেজি গণিত বিষয় সমুহের পাঠদান করানো সম্ভব নয় বিধায় উক্ত পদটি সমন্বয় করা সম্ভব হয় নাই। আগষ্ট ২০১২ এর সংশোধিত জনবল কাঠামোর ১১এর ২৪ উপধারায় বলা হয়েছে যে, উদ্বৃত্ত পদের শিক্ষক দ্বারা সমন্বয় করা সম্ভব না হলে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১০ এর প্যাটার্ণ অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগ করা যাবে এবং তারা এম.পি.ও. ভুক্তি হতে পারবে। এই বিধানের আলোকে ০১/১২/১২ তারিখ ইবতেদায়ী জুনিয়র শিক্ষক পদে বেসরকারি নিয়োগ বিধিমালা পূর্ন অনুসরণ করে মরিয়ম খানমকে নিয়োগ দেয়া হয় এবং তার নাম এম.পি.ও. ভুক্তির জন্য কাগজপত্র সহ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার মাধ্যমে খুলনা আঞ্চলিক শিক্ষা কার্যালয়ে অন-লাইনের মাধ্যমে কাগজপত্রের জমা দেয়া হয় কিন্তু তিনি বিগত ১৫/০১/২০১৬ তারিখ এম.পি.ও. ছাড় করেননি। বিষয়টি বিবেচনা করে উক্ত শিক্ষক যাতে এম.পি.ও.ভুক্ত হতে পারে তার বিহীত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদন জানানো হয়।	জনাব মোঃ আবুল কামাল আজাদ সভাপতি চর সোনাকুড় আলিম মাদ্‌রাসা কচুয়া,বাগেরহাট।	বাগেরহাট জেলার কচুয়া উপজেলাধীন চর সোনাকুড় আলিম মাদ্‌রাসায় বিধি মোতাবেক প্যাটার্নুভুক্ত পদে মরিয়ম খানমকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে বিধায় তিনি এম.পি.ও ভুক্তির যোগ্য। আদেশ জারির তারিখ হতে এম.পি.ও ভুক্তির জন্য কমিটি সুপারিশ করে।
৪	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা। মাউশি স্মারক নং-৪জি/৫২০০-ম/০৬(৬৪)/৬৬৭৬/২, তারিখ: ২৬/০৭/২০১৫ খ্রি.	মাদারীপুর জেলার সদর উপজেলাধীন পাঁচখোলা মুক্তিসেনা উচ্চ বিদ্যালয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষক (বিজ্ঞান) জনাব মো: হাসান সরদার এর এম.পি.ও.ভুক্তির আবেদন জেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে প্রেরণ করেন। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান বিভাগ অনুমোদন ০১/০১/২০১৩ তারিখ থেকে হওয়ায় জনাব মো: হাসান সরদার এর এম.পি.ও. ভুক্তির সুযোগ নেই মর্মে অবহিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রস্তাবিত শিক্ষক ইনডেক্সধারী হওয়ায় তাঁর এম.পি.ও. ভুক্ত হওয়ায় তাঁর এম.পি.ও.ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন বিবেচনা করে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা) শিক্ষক কর্মচারীগণের মে/২০১৫ মাসের বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ (এম.পি.ও.) প্রদানের বিষয়ে অনুমোদন সংক্রান্ত চূড়ান্ত কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হয়। ২০/০৫/২০১৫ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার কার্য বিবরনীর ১০নং ক্রমিক মোতাবেক এ বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আপীল কমিটিতে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ০৬/০৩/২০১৪ তারিখে বর্ণিত বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১৩/১১/১১ তারিখের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী উক্ত তারিখের পর কম্পিউটার ও বিজ্ঞান বিষয় অনুমোদন হলে সে	মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর।	কম্পিউটার বিজ্ঞান শিক্ষকদের বেতন-ভাতা ছাড়ের বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে অর্থ বিভাগের অনুমোদন সাপেক্ষে এ ধরনের প্রস্তাবগুলো বিবেচনা করা যাবে মর্মে কমিটি সুপারিশ করে।

		বিষয়ের বিপরীতে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকগণের এম.পি.ও. ভুক্তির বিষয় বিবেচনা করা হয় না। এমতাবস্থায়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর চূড়ান্ত কমিটির ২০/০৫/২০১৫ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার কার্য বিবরনীর ১০ নং ক্রমিক মোতাবেক মো: হাসান সরদার পূর্বের ইনডেক্সধারী শিক্ষক বিধায় সুপারিশসহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।		
৫	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা। মাউশি স্মারক নং- ৪জি-২৭৪৩-ম/২০১০(অংশ-১)৫০০৭, তারিখ: ১০/০৬/২০১৫ খ্রি.	কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী উপজেলাধীন পূর্ব সুখাতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক (শরীরচর্চা) জনাব মো: আব্দুল বাতেন গত ০৮.০৩.২০০৩ তারিখে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে ১১.০৩.২০০৩ তারিখে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। উক্ত শিক্ষক ২০০৯-১০ সেশনে বিপিএড সনদ অর্জন করেন। যার রোল নম্বর-৯০০৭৬৩, রেজি: নম্বর-৯০০৩৩৫ ওয়েব সাইটে ঠিকানায় সনদটি সঠিক পাওয়া যায়নি বিধায় মাউশি অধিদপ্তরের স্মারক নং-৪জি-২৭৪৩-ম/২০১০(অংশ-১)/১৩৯৯৩,তারিখ: ১৭.১২.২০১৩ মোতাবেক পত্র মারফত মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়েছিল। পরবর্তীতে বর্ণিত শিক্ষকের বিপিএড সনদটি সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের যাচাইয়ের জন্য প্রেরণ করা হলে তা সঠিক আছে মর্মে মাউশি-কে অবহিত করা হয়। যদি ও বিপিএড সনদটি যথাযথ কিন্তু নিয়োগকালীন শিক্ষাগত যোগ্যতা যথাযথ ছিল না । ফলে বর্ণিত শিক্ষকের এম.পি.ও. ভুক্তির বিষয়ে সিদ্ধান্তের লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা) শিক্ষক কর্মচারীগণের এম.পি.ও. অনুমোদনের নিমিত্ত গঠিত চূড়ান্ত কমিটির ১৮.০৩.২০১৫ তারিখের সভায় উপস্থাপন করা হলে উক্ত কমিটি বর্ণিত শিক্ষকের এম.পি.ও.ভুক্তির সিদ্ধান্তের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আপীল কমিটিতে পরবর্তী সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।	মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর।	কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী উপজেলাধীন পূর্ব সুখাতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক (শরীরচর্চা) জনাব মো: আব্দুল বাতেন কর্তৃক ২০০৯-১০ সেশনে অর্জিত বি.পি.এড সনদটি সরেজমিনে যাচাই করে সনদ সঠিক থাকলে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর তার এম.পি.ওভুক্তির বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে মর্মে কমিটি সুপারিশ করে।
৬	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা। মাউশি স্মারক নং- ৩৭.০২.০০০০.১০৭.৩১.৪৭৪.১৫ .৩৬৩১, তারিখ ১৫/০৫/২০১৬ খ্রি:	খুলনা জেলার সদর উপজেলাধীন সুলতানা হামিদ আলী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব নুরুন্নাহার বেগম (ইনডেক্স-২১৩৫৬০) এর বিরুদ্ধে আনীত বিভিন্ন অভিযোগের বিষয়ে জেলা প্রশাসক, খুলনা তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরন করেছেন। তদন্ত প্রতিবেদন মোতাবেক প্রাক্তন জেলা প্রশাসক খুলনা এর স্বাক্ষরিত কার্যবিবরনী কাঁটাকাটি ও ফ্লুইড দিয়ে নিয়োগকৃত শিক্ষক জনাব শরীফুল ইসলাম এর পদবী পরিবর্তন করে ম্যানেজিং কমিটিকে অবমাননা করা, বিষয় পরিবর্তন করে অবৈধভাবে জনাব শরিফুল ইসলাম সহকারী শিক্ষক-কে এম.পি.ও.ভুক্ত করা প্রাক্তন জেলা প্রশাসক জনাব জমসেদ আহমেদ খন্দকারের একাধিক স্বাক্ষর জাল করার অভিযোগটি প্রমানিত হয়েছে। এ ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের পদবী মুদ্রণজনিত তথ্যে ইচ্ছেমত তথ্য প্রদান, ব্যাপক আর্থিক দুর্নীতি ও চরম আর্থিক বিধিবিধান লঙ্ঘন ভুঁয়া প্রশ্নবিল তৈরীর মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ শ্রেণিকক্ষে পাঠদান না করা, শিক্ষক স্থায়ীকরণের বিষয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করা, পিআরএল ভোগরত শিক্ষকদের বিষয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার ও স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে গ্রাচুইটির অর্থ প্রদান না করাসহ বিভিন্ন অভিযোগ এবং সহকারী শিক্ষক জনাব শরিফুল ইসামের নিয়োগ বিধি সম্মত হয়নি মর্মে জেলা প্রশাসক, খুলনা কর্তৃক প্রেরিত তদন্ত	মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর।	খুলনা জেলার সদর উপজেলাধীন সুলতানা হামিদ আলী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব নুরুন্নাহার বেগম (ইনডেক্স-২১৩৫৬০) এর বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের পদবী মুদ্রণজনিত তথ্যে ইচ্ছেমত তথ্য প্রদান, ব্যাপক আর্থিক দুর্নীতি ও চরম আর্থিক বিধিবিধান লঙ্ঘন ভুঁয়া প্রশ্নবিল

		প্রতিবেদনে প্রমনিত হয়েছে। এমতাবস্থায়, অবৈধভাবে এম.পি.ও.ভুক্তি করা, বিভিন্ন আর্থিক অনিয়ম ও অর্থ আত্মসাৎ, শিক্ষকদের পদবী মুদ্রণে অনিয়মের আশ্রয় এবং চাকুরী স্থায়ীকরণ ও গ্রাচুইটি প্রদান না করাসহ ক্ষমতার অপব্যবহার ও স্বেচ্ছাচারিতার দায়ে প্রধান শিক্ষক জনাব নুরুন্নাহার বেগম (ইনডেক্স নং-২১৩৫৬০) এবং সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ নিয়ে বিষয় কাঁটাকাটি ও ফ্লুইড দিয়ে ইংরেজী বিষয়ে পরিবর্তন করে বেতন-ভাতার সরকারি অংশ উত্তোলন করা ও নিয়োগ বিধি সম্মত না হওয়ায় সহকারী শিক্ষক জনাব শরীফুল ইসলাম (ইনডেক্স নং-১১০০৪৭০) শিক্ষকদ্বয়ের বেতন-ভাতা সাময়িকভাবে স্থগিত (Stop Payment) করার জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর সুপারিশ জানিয়েছে।		তৈরীর মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ শ্রেণিকক্ষে পাঠদান না করা, শিক্ষক স্থায়ীকরণের বিষয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করা, পিআরএল ভোগরত শিক্ষকদের বিষয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার ও স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে গ্রাচুইটির অর্থ প্রদান না করাসহ বিভিন্ন অভিযোগ এবং সহকারী শিক্ষক জনাব শরিফুল ইসামের নিয়োগ বিধি সম্মত হয়নি মর্মে জেলা প্রশাসক, খুলনা কর্তৃক প্রেরিত তদন্ত প্রতিবেদনে প্রমানিত হয়েছে বিধায় তাদের বেতন ভাতার সরকারি অংশ সাময়িকভাবে স্থগিত (Stop Payment) করার জন্য কমিটি সুপারিশ করেছে।
৭	জনাব মনোয়ার হোসেন মোল্লা উপজেলা নির্বাহী অফিসার কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ।	জেলা প্রশাসক, ঝিনাইদহ চাপরাইল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মো: আলাউদ্দীনের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কালীগঞ্জ তদন্তপূর্বক মতামতসহ প্রতিবেদন প্রদান করেছেন। জেলা প্রশাসক,ঝিনাইদহ প্রেরিত উপজেলা নির্বাহী অফিসার কালীগঞ্জ কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদনের সাথে একমত পোষনপূরর্ব তদন্ত প্রতিবেদন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করেছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার,কালীগঞ্জ এর তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব মো: আলাউদ্দীনের এম.পি.ও. পুনর্বহাল করা যেতে পারে মর্মে সুপারিশ করা হয়েছে।	জেলা প্রশাসক ঝিনাইদহ।	জেলা প্রশাসক, ঝিনাইদহ প্রেরিত উপজেলা নির্বাহী অফিসার কালীগঞ্জ এর তদন্ত প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে ঝিনাইদহ জেলার চাপরাইল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মো: আলাউদ্দীনের এম.পি.ও. পুনর্বহাল এর জন্য কমিটি সুপারিশ করে।

৮	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা। মাউশি স্মারক নং-৪জি-৩৭০৮-ম/১০/৪৩২৯, তারিখ ১৫/০৬/২০১৬ খ্রি:	ফরিদপুর জেলার সালথা উপজেলাধীন জয়ঝাপ উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার)এর এম.পি.ও.ভুক্তি বাতিলকরণ/স্থগিতকরণের বিষয়ে উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা ঢাকা অঞ্চল কর্তৃক স্বাক্ষরিত একখানা আবেদন ও আবেদনের সাথে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র অধিদপ্তরে দাখিল করেন। আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গত ০৮.০২.২০১৬ তারিখের "দৈনিক শিক্ষা" পত্রিকায় বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) জনাব মো: ইমরান হোসেন এর এম.পি.ও. ভুক্তির বিষয়ে প্রকাশিত সংবাদটি উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা দৃষ্টিগোচর হয়। উক্ত শিক্ষকের আবেদন যাচাইবাছাই করতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিষয়ের অনুমোদনের তারিখ যথাযথভাবে খেয়াল না করায় আবেদনটি অনুমোদিত হয় এবং গত জানুয়ারী ২০১৬ মাসে তার এম.পি.ও.ভুক্তি স্থগিত হয়ে যায়। সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের কম্পিউটার শাখার অনুমোদন কপিতে দ্ব্যর্থবোধকতা থাকা এ ভুল সম্পাদিত হওয়ায় একটি কারণও বটে মর্মে উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা তার আবেদনে মতামত প্রদান করেন। আবেদনের শেষ অংশে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গত জানুয়ারী ২০১৬ মাসে ভুলক্রমে এম.পি.ও.ভুক্ত হওয়া সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) জনাব মো: ইমরান হোসেন এর এম.পি.ও.ভুক্তি বাতিলকরণ/স্থগিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অনিচ্ছাকৃত এ ত্রুটি মার্জনা করার জন্য বিনীত অনুরোধ করা হয়েছে। যেহেতু সঠিকপন্থায় এম.পি.ও.ভুক্ত হয়নি। সে কারণে অধিকতর যাচাইয়ের জন্য এক সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এমতাবস্থায় কারণ দর্শানোর জবাবসহ এম.পি.ও.ভুক্ত জনাব মো: ইমরান হোসেন (ইনডেক্স নং-১১২৫২৭৪)এর এম.পি.ও. সাময়িক স্থগিত অথবা স্থায়ী ভাবে কর্তনের বিষয়ে সদয় সিদ্ধান্ত কামনা করা হলো।	মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর।	ফরিদপুর জেলার সালথা উপজেলাধীন জয়ঝাপ উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) এর নিয়োগ যথাযথ না হওয়ায় তার বেতন ভাতার সরকারি অংশ স্থীয়ভাবে বাতিল এবং এ ধরনের প্রস্তাব প্রেরণের নিমিত্তে প্রতিষ্ঠান প্রধানের বিরুদ্ধে কারন দর্শানোর জন্য কমিটি সুপারিশ করে।
৯	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা। মাউশি স্মারক নং-৪জি-২১২-ম/২০১০/২৯৩৪, তারিখ ২১/০৪/২০১৬ খ্রি:	বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলাধীন তালতলী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ এর ১। জনাব মো: জিয়াউল হক রুবেল, সহকারী শিক্ষক (সামজিক বিজ্ঞান), ইনডেক্স নং-১০৭২৬১৪, ২। জনাব লুৎফুন্নাহার সোনিয়া, সহকারী শিক্ষক (বাংলা) ইনডেক্স-১১০৬৭৮০ এবং জনাব মো: জসিম উদ্দিন, সহকারী শিক্ষক (ব্যবসায় শিক্ষা) ইনডেক্স-১১০৬৭৮১ এম.পি.ও.ভুক্তির আবেদন প্রেরণ করে। উক্ত আবেদনে ২০/০৮/২০১০ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত অতিরিক্ত শ্রেণী শাখার পত্র (স্মারক নং-শিম/শা:-১২/ব-শাখা খোলা ২৮/২০১০/৫৩৫, তারিখ:-০২/০৮/২০১০) সংযুক্ত করে। উক্ত পত্রে ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৯ম শ্রেণীর খ শাখা নামে ০৩ (তিন) টি অতিরিক্ত শ্রেণী শাখা যাতে প্রধান শিক্ষক ও জেলা শিক্ষা অফিসার, বরগুনা কর্তৃক স্বাক্ষরিত। উল্লিখিত ০৩(তিন) জনকে উক্ত ০৩ (তিন) টি শর্তহীন শাখায় নিয়োগ দিয়ে মার্চ/২০১৩ তে ০১(এক) জন ও মে/২০১৪ তে ০২ (দুই) জনকে এম.পি.ও. ভুক্ত করা হয়েছে। এম.পি.ও.ভুক্তির পর অভিযোগ আসে যে তাদের নিয়োগ শর্তযুক্ত শাখার বিপরীতে (২ বছর এম.পি.ও. না দেয়ার শর্তে অতিরিক্ত শ্রেণী শাখায়) অতিরিক্ত শ্রেণি শাখা অনুমোদিত। উক্ত শাখার বিপরীতে নিয়োগ প্রাপ্তদের এখন পর্যন্ত এম.পি.ও. অনুমোদন করা হয় না। ০৩ (তিন) জন শিক্ষক বিধি বহির্ভূতভাবে এম.পি.ও. ভুক্ত হওয়ায় অর্জিত বেতন ভাতার সরকারি অংশ ট্রেজারী		মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সুপারিশের আলোকে বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলাধীন তালতলী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ বিধিবহির্ভূতভাবে এম.পি.ও ভুক্ত ১। জনাব মো: জিয়াউল হক রুবেল, সহকারী শিক্ষক (সামাজিক বিজ্ঞান), ইন-১০৭২৬১৪, ২। জনাব লুৎফুন্নাহার সোনিয়া, সহকারী শিক্ষক (বাংলা), ইন-১১০৬৭৮০এবং ৩। জনাব

		চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার জন্য ০৭টি পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু প্রধান শিক্ষক তা বাস্তবায়ন না করে পুনরায় অভিযোগ থেকে অব্যাহতি চাওয়ায় প্রধান শিক্ষককে কারণ দর্শানো হয়। এর পরও প্রধান শিক্ষক অব্যাহতি চেয়ে পত্র দিলে উল্লিখিত ০৩(তিন) জন শিক্ষকের বেতনভাতা স্থায়ীভাবে কেন কর্তন করা হবে না মর্মে পত্র দেয়া হয় এবং সে প্রেক্ষিতে তারা জবাব দাখিল করেছেন। জবাবে তারা বলেছেন ২০১০ সালের শর্তহীন জাল/ভুয়া অতিরিক্ত শ্রেণী শাখার কপি তারা সংযুক্ত করেননি। তারা অভিযোগ থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন। এমতাবস্থায়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর তালতলী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজের ১। জনাব মো: জিয়াউল হক রুবেল, সহকারী শিক্ষক (সামাজিক বিজ্ঞান), ইন-১০৭২৬১৪, ২। জনাব লুৎফুন্নাহার সোনিয়া, সহকারী শিক্ষক (বাংলা), ইন-১১০৬৭৮০এবং ৩। জনাব মো: জসিম উদ্দিন, সহকারী শিক্ষক (ব্যবসায় শিক্ষা) ইন-১১০৬৭৮১ এর বেতন ভাতার সরকারি অংশ স্থায়ীভাবে কর্তন করার বিষয়ে সদয় নির্দেশনা কামনা করেছে।		মো: জসিম উদ্দিন, সহকারী শিক্ষক (ব্যবসায় শিক্ষা) ইন-১১০৬৭৮১ এর বেতন ভাতার সরকারি অংশ স্থায়ীভাবে কর্তন করার জন্য কমিটি সুপারিশ করে।
১০	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা। মাউশি স্মারক নং-৪জি-৫৮৭২-ম/১০/১৫৯৮, তারিখ ০৬/০৩/২০১৬ খ্রি:	জেলা শিক্ষা অফিসার, যশোর এর পত্রের আলোকে যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলাধীন একতারপুর আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক (সমাজবিজ্ঞান) জনাব মোঃ আব্দুস সালাম এর নাম জানুয়ারী/২০১৪ এর এম.পি.ও.তে কর্তন করা হয়। জাল স্বাক্ষরের মাধ্যমে তার পদত্যাগ দেখিয়ে নাম কর্তনের বিষয়ে জনাব মোঃ আব্দুস সালাম অধিদপ্তরে অভিযোগ দাখিল করেন । এরই মধ্যে জেলা শিক্ষা অফিসার, যশোর ২৪/০৪/২০১৪ তারিখে স্বাক্ষরিত তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনে দেখা যায়, জনাব মো: আব্দুস সালাম, ইনডেক্স-২৮৭৪৭২, সহকারী শিক্ষক (সমাজবিজ্ঞান) ০১/০৩/১৯৯৬ তারিখে প্রতিষ্ঠানটিতে যোগদান করেন ০১/১১/১৯৯৬ তারিখে এম.পি.ও.ভুক্ত হন। জুলাই/২০০৯ থেকে জানুয়ারী/২০১০ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর নাই। অদ্যাবধি তিনি প্রতিষ্ঠানে অনুপস্থিত। তদন্তকারী কর্মকর্তা জেলা শিক্ষা অফিসার, যশোর পূনরায় সহকারী শিক্ষক (সমাজবিজ্ঞান) জনাব মোঃ আব্দুস সালাম (ইনডেক্স-২৮৭৪৭২)এর নাম এম.পি.ও. কপিতে পুন:সংযোজনের বিষয়ে তদন্ত করেন সুপারিশসহ তদন্ত প্রতিবেদন পেশ করেন। তদন্ত কর্মকর্তার মতামত : জনাব আব্দুস সালাম চাকুরি হতে পদত্যাগ করেননি বরং জালিয়াতির মাধ্যমে তার স্বাক্ষর জাল করে পদত্যাগপত্র প্রস্তুত করে তার নাম এম.পি.ও. থেকে কর্তনের আবেদন করা হয়েছে এবং উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে তার নাম কর্তন করা হয়। যেহেতু প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি এবং জালিয়াতির মাধ্যমে স্বাক্ষর জাল করে পদত্যাগপত্র প্রস্তুত করে এম.পি.ও. থেকে তার নাম কর্তন করেছেন সেহেতু জনাব আব্দুস সালামকে পুন:এম.পি.ও. ভুক্ত করা যেতে পারে। তার বকেয়া বেতন ভাতাদি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রদান করার জন্য নির্দেশনা দেয়া যেতে পারে।		জেলা শিক্ষা অফিসার, যশোর এর তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী তৎকালিন প্রধান শিক্ষক জালিয়াতির মাধ্যমে স্বাক্ষর জাল করে পদত্যাগপত্র প্রস্তুত করে এম.পি.ও. থেকে সহকারি শিক্ষক (সমাজবিজ্ঞান) জনাব মোঃ আব্দুস সালাম এর নাম কর্তন করেছেন । জনাব আব্দুস সালামকে বকেয়া ব্যতিত পুন:এম.পি.ও. ভুক্ত করার জন্য এবং তৎকালিন প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের করার জন্য ম্যানেজিং কমিটিকে নির্দেশনা প্রদানের নিমিত্তে কমিটি সুপারিশ করেছে।

১১.	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা। মাউশি স্মারক নং-১জি-৪৫৮বি/২০১৩/৩৫৬, তারিখ: ১০/০২/২০১৬ খ্রি:	নড়াইল জেলার লোহাগাড়া উপজেলাধীন ব্রাক্ষণডাঙ্গা সম্মিলিত কারিগরী দাখিল মাদরাসার ২০০৪ সালের দাখিল স্তরের ফলাফল বিপর্যয়ের কারণে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০১/০১/২০০৫ তারিখ থেকে শিক্ষকদের বেতন-ভাতার সরকারি অংশ স্থগিত করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত মাদ্রাসার দাখিল পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক হওয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শা:১৩/ফবি/৫-৪/২০০৫/১৬৫ তারিখ: ১৭/০৩/২০০৯ মোতাবেক সুপারের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকায় সুপার ব্যতীত শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতার সরকারি অংশ ছাড়করণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সুপার জনাব এ.টি.এম মাহমুদুর রহমান (ইন:০৭৪২৮৫) জালিয়াতির আশ্রয় গ্রহণ করায় তাকে আত্মপক্ষের সুযোগ না দিয়ে তৎকালীন সভাপতি ২২/০৩/২০০৮ তারিখে তাকে বরখাস্ত করেন। পরবর্তীতে এ.টি.এম মাহমুদুর রহমান সভাপতির নিকট বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহারের জন্য আবেদন করলে এ বিষয়ে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ ০৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করেন। তদন্ত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে মাদরাসা পরিচালনা কমিটি ০৩/১২/২০১৩ তারিখের সভায় সুপারের বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করায় সুপার এ.টি.এম মাহমুদুর রহমান ০৮/১২/২০১৩ তারিখে স্বপদে যোগদান করেন। তদন্ত প্রতিবেদনের সুপারিশের প্রেক্ষিতে সুপার জনাব এ.টি.এম মাহমুদুর রহমান (ইন: ০৭৪২৮৫) কে এম.পি.ও.ভুক্তির বিষয়টি ১৮/০৫/২০১৫ তারিখে মাউশির এম.পি.ও.সংক্রান্ত চূড়ান্ত কমিটিতে উত্থাপন করা হয়। এম.পি.ও. কমিটিতে পুনরায় তদন্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে মোতাবেক মাউশি অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষন-২) জনাব মোঃ হেমায়েত উদ্দিন হাওলাদারকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তিনি সরেজমিনে তদন্ত করে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত প্রতিবেদনের সুপারিশে তদন্ত কর্মকর্তা উক্ত সুপারকে পুনরায় এম.পি.ও. ভুক্তির জন্য সুপারিশ করেন। ২৪/০১/২০১৬ তারিখে মাউশির এম.পি.ও.সংক্রান্ত চূড়ান্ত কমিটির সভায় সুপার জনাব এ.টি.এম মাহমুদুর রহমান (ইন: ০৭৪২৮৫) কে পুনরায় এম.পি.ও. ভুক্তির বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আপিল কমিটিতে সুপারিশসহ প্রস্তাব প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এমতাবস্থায় ০২ জন তদন্ত কর্মকর্তার সুপারিশ ও ২৪/০১/২০১৬ তারিখে মাউশির এম.পি.ও. সংক্রান্ত চূড়ান্ত কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্রাক্ষণডাঙ্গা সম্মিলিত কারিগরী দাখিল মাদ্রাসার সুপার জনাব এ.টি.এম	মহাপরিচালক মাধমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাক।	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সুপারিশের আলোকে নড়াইল জেলার লোহাগাড়া উপজেলাধীন ব্রাক্ষণডাঙ্গা সম্মিলিত কারিগরী দাখিল মাদরাসার সুপার জনাব এ.টি.এম মাহমুদুর রহমান (ইন: ০৭৪২৮৫) এর বেতন ভাতা প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীন বিরোধের কারণে স্থগিত হওয়ায় জনবল কাঠামোর ১৮ (৬) অনুযায়ী বকেয়া ব্যতিত তার স্থগিতকৃত এম.পি.ও ছাড় করার জন্য কমিটি সুপারিশ করে।

		মাহমুদুর রহমান (ইন: ০৭৪২৮৫) কে পুনরায় এম.পি.ও ভুক্তির বিষয়ে সুপারিশসহ প্রস্তাব ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্র পরবর্তী কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো।		
১২.	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা। মাউশি স্মারক নং-৪জি-৫০৪৪-ম/২০০৯/৯৩৬, তারিখ: ০৪/০২/২০১৬ খ্রি:।	লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলার সিন্দুনা লোকমান হোসেন মাধ্যমিক বিদ্যলয়ের সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) জনাব মোঃ আতাউর রহমান খন্দকার, ইনডেক্স-১০০৩২০২ এর বেতন ভাতা ছাড়করণর বিষয়ে প্রধান শিক্ষক কর্তৃক পত্রের বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত প্রেরণ করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রধান শিক্ষকের আবেদন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রধান শিক্ষক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শাখা-৫ হতে জারিকৃত পত্র নং-৩৭.০০.০০০০.০৬৬.০১.০৭৮.১৫-৩০৩, তারিখ: ০৭/০৪/২০১৫ মোতাবেক সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) জনাব মোঃ আতাউর রহমান খন্দকার, ইনডেক্স-১০০৩২০২ এর বেতন ভাতা ছাড়করণের জন্য অনুরোধ করেছেন। ইতোমধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্রোক্ত ০২ নং স্মারক মোতাবেক গত ২৭/০৮/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন ভাতার সরকারি অংশ স্থগিত, কর্তন, বাতিল ও ছাড়করণ সংক্রান্ত আপিল কমিটির সভার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করার জন্য কমিটি কর্তৃক সুপারিশের আলোকে সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) জনাব মোঃ আতাউর রহমান খন্দকার, ইনডেক্স-১০০৩২০২ এর জানুয়ারী/২০১৬ এর এম.পি.ও.তে নাম কর্তন করার জন্য প্রশাসন শাখার মাধ্যমে ইএমআইএস সেল এ পত্র দেয়া হয়েছে।		লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলার সিন্দুনা লোকমান হোসেন মাধ্যমিক বিদ্যলয়ের সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) জনাব মোঃ আতাউর রহমান খন্দকার ইনডেক্স-১০০৩২০২ এর কম্পিউটার সনদপত্রটি জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষনা একাডেমী নেকটার) কর্তৃক যাচাইয়ে জাল বা ভুয়া মর্মে প্রমাণিত বিধায় জনবল কাঠামোর ১৮ (ঘ) অনুযায়ী তার নাম এম.পি.ও হতে কর্তনের জন্য কমিটি সুপারিশ করে।
১৩.	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা। মাউশি স্মারক নং-৪জি-৪৮১-ম/০৭/৪৮০৩, তারিখ: ৩০/০৬/২০১৬ খ্রি: ।	পাবনা জেলার আটঘরিয়া উপজেলাধীন দেবোত্তর পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এর পদ শূন্য থাকায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শিম/শা:১১/৩-৯/২০১১/২৫৬, তারিখ: ০৬/০৬/২০১১ পরিপত্র মোতাবেক বিদ্যালয়ের সহকারি প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ আব্দুল কাদের (ইনডেক্স নং-২৫১৪৩০) ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দাযিত্ব পাওয়ার জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহীতে আবেদন করেন। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী নির্মল কুমার সাহা- সহকারি শিক্ষক (ইনডেক্সনং-২৫১৪৩০) কে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব হস্তান্তর করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করে। কিন্তু উক্ত নির্দেশ কার্যকর না হওয়ায় ১০/১২/২০১৩ তারিখের পত্রে বিদ্যালয় পরিদর্শক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী জনাব নির্মল কুমার সাহা-কে ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে যাবতীয়		পাবনা জেলার আটঘরিয়া উপজেলাধীন দেবোত্তর পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক (ইনডেক্স নং-২৫১৪৩০) জনাব নির্মল কুমার সাহা কর্তৃক সরকারের ন্যায়সংগত আদেশ অমান্য করে /

		দায়িত্ব হস্তান্তরের নির্দেশ দেয়া হয়। উক্ত বিষয়ে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় জনাব মোঃ আব্দুল কাদের মহামান্য হাইকোর্টে রীট পিটিশন মামলা নং- ২০১৫/২০১৫ দায়ের করেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ১৯/১০/২০১৫খ্রিঃ তারিখের পত্রে বিগত ২৭/০৮/২০১৫খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতার সরকারি অংশ স্থগিত, কর্তন,বাতিল ও ছাড়করণ সংক্রান্ত আপিল কমিটির সভার সুপারিশসমূহ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অনুমোদন করেছেন। অনুমোদনের কপিসহ আপিল কমিটির সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সূত্রোক্ত স্মারক পত্রে নির্দেশনা প্রদান করায় তার বেতন ভাতার সরকারি অংশ স্থগিত করা হয়। জনাব নির্মল কুমার সাহা, সহকারি শিক্ষক (ইনডেক্সনং-২৫১৪৩০) তার স্থগিতকৃত বেতন ভাতা চালু করার জন্য একটি আবেদন দাখিল করেন । তিনি আবেদন পত্রে উল্লেখ করেন যে, ঐ সময়ে ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক বাতিল হওয়ায় কমিটি কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে। সভাপতি বাতিল হওয়ায় এবং সহকারি প্রধান শিক্ষক জনাব আব্দুল কাদের সাময়িক বরখাস্ত থাকায় দায়িত্ব হস্তান্তর সংক্রান্ত বিষয়টি নিয়ে ম্যানেজিং কমিটি অবশিষ্ট সদস্যদের সঙ্গে পরামর্শ করেও দায়িত্ব হস্তান্তর করতে ব্যর্থ হয়। ইতোমধ্যে জনাব মোঃ আব্দুল কাদের তার সাময়িক বরখাস্তের আদেশের বিপক্ষ আদালতে ওসে-৫০/১৩ এবং মিস আপিল ০৭/১৪ দুটি মোকদ্দমা দায়ের করেন। দুটি মোকদ্দমার আদেশই তার বিপক্ষে হয়। ফলে বিষয়টি বিচারাধীন থাকায় উক্ত সাময়কি বরখাস্তকৃত শিক্ষকের নিকট সভাপতিবিহীন অবস্থায় দায়িত্ব হস্তান্তর জটিল হয়ে পড়ে। ১০/১২/২০১৩খ্রিঃ তারিখের পত্রে সভাপতি বাতিল হওয়ায় এ সময়ে কমিটির অবশিষ্ট সদস্যগণ সাময়িক বরখাস্তকৃত সহকারি প্রধান শিক্ষকের নিকট দায়িত্ব হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থ হন। ফলে আইনি জটিলতায় দায়িত্ব হস্তান্তরে সম্ভব হয়নি। উক্ত বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী-কে সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে জনাব আব্দুল কাদের মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রীট পিটিশন নং-২০১৫/২০১৫ দায়ের করেন। ২০১৫/২০১৫ রীট পিটিশনের প্রেক্ষিতে সহকারি পরিচালক (ক-৪) পত্রে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক পদে দায়িত্ব হস্তান্তরের জন্য একটি প্রেরণ করেন। রীট পিটিশন এর আদেশ মোতাবেক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি গঠনপূর্বক সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় আদেশ প্রাপ্তির অনাধিক ০৩ (তিন) দিনের মধ্যে জনাব আব্দুল কাদেরের বিরুদ্ধে সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার পূর্বক ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এমতাবস্থায়, পাবনা জেলার আটঘরিয়া উপজেলাধীন দেবোত্তর পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের জনাব নির্মল কুমার সাহা, সহকারি শিক্ষক (ইনডেক্স নং-২৫১৪৩০) এর বেতন ভাতা ছাড়করণের বিষয়ে তার দাখিলকৃত আবেদন পরবর্তী কার্যার্থে প্রেরণ করেছে।		উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ নিষেধ অমান্য করে চরম অসদাচরন করেছেন বিধায় তার স্থগিতকৃত বেতন ভাতার সরকারি অংশ ছাড় না করার জন্য কমিটি সুপারিশ করে ।